মুজিবনগরে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ায় জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষে আহত-৫, আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরের জয়পুর গ্রামে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করা কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জামায়াত-বিএনপির ৫ জন সমর্থক আহত হয়েছে। এসময় দুইজন কে আটক করে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, বিএনপি সর্মথক আশাদুল ও জামায়াত সর্মথক-বাইজিদ, আবু ওবাইদা, মাহাফিজুর রহমান রিটন ও আইনাল গাজী। এসময় ঘটনাস্থল থেকে দুইজন জামায়াত কর্মীকে আটক করে পুলিশ। আটকৃতরা হলেন, শহিদুল ও আশরাফ হোসেন।

পুলিশ জানায়, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজ দূরে বিএনপি এবং জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বিজিবি ঘটনাস্থে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে জয়পুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রধান কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এসময় ঘটনাস্থল থেকে জামায়াত সমর্থক দুই কর্মীকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ চলছে।

দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত -৬; নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। নির্বাচনী কার্যালয় ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার উজলপুর গ্রামে শ্লোগান দেয়া নিয়ে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার সকালে দুটি দলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাতেই জেলা পুলিশের একটিদল সহ যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসিরা জানান, ঐদিন রাত ১০ টার দিকে দর্শনা উজলপুর গ্রামে বিএনপির একটি মিছিল বের হয়ে একই গ্রামের জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়ের সামনে পৌছিলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর উভয়ের মধ্যে সংঘর্ঘে জামায়াত সমর্থিত হাসান তারিখ (৫০)মেহেদি হাসান (৩৪) তারিকুল (৩০) ও বিএনপি সমর্থক মজিবর (৪০)জুনায়েদ সাকি( ৩৪) রাকিব আলি (১৫) তাজুল হক (২০)বাবু ইসলাম
(২২) সহ ৮/১০ জন আহত হয় বলে উভয় পক্ষ দাবি করেছে।

দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোঃ মোশারেফ হোসেন জানান বিএনপির মিছিল থেকে এক মদ্যাপ ব্যাক্তি আমাদের নির্বাচনি অফিসে ঢুকে বাজে মন্তব্য করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, পরে আমাদের অফিসের চেয়ার সহ আসবাব পত্র ভাংচুর করে, যা থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। দর্শনা বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সেক্রেটারি জনাব আসলাম আলি জানান জামায়াতের লোকজন মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাতে মারামারি বাধিয়েছে, যা থানায় অভিযোগ করেছি।

দর্শনা থানার ওসি জনাব মেহেদি হাসান জানান উভয় পক্ষই পৃথক অভিযোগ করেছে, তদন্তের জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। চুয়াডাঙা সহকারি পুলিশ সুপার জনাব আনোয়ারুল কবির জানান খবর শোনার পরে রাতেই বিজিবি ও পুলিশের টহল নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, পরিস্হিতি শান্ত রয়েছে।

কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলা: ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপি’র প্রার্থী রাশেদ খানের কার্যালয়ে নির্বাচন উত্তর পর্যালোচনা সভায় দু’পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

গতকাল শনিবার কালীগঞ্জ থানার এস আই জাহিদ হোসেন বাদী হয়ে এ মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শনিবার বিকেলে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো- মহারাজ পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম, মতি মিয়া, মনিরুল ইসলাম, নুর আঙ্গির মন্ডল, পলাশ মন্ডল ও ওলাদ হোসেন। আটককৃতরা সবাই সদর উপজেলার খামারইল ও বিষয়খালী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে রাশেদ খানের কার্যালয়ে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘষ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা চালায়। এতে কালীগঞ্জ থানার ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার মামলায় অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বিষয়খালী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচাজ (ওসি) জেল্লাল হোসেন জানান, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০জন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সাধুখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সাধুখালী গ্রামের শহিদুল মাস্টারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল একই এলাকার নূর আলী ও বাদশার।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নূর আলী ও বাদশার লোকজন ওই জমি দখল নিতে গেলে শহিদুল মাস্টারের পক্ষের লোকজন বাধা দেয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ২০জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে শৈলকুপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থান আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার বিষ্ণুদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মনোহরপুর ইউনিয়নের যুবদল নেতা জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিদ চৌধুরী ও শৈলকূপা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আবুল বাশার সাদাতের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

দুই দিন আগে বিষ্ণুদিয়া গ্রামে মসজিদের জমির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দুই নেতার ওই গ্রামের সমর্থকদের বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আহত হয় অন্তত উভয় পক্ষের ১০ জন।

শৈলকূপা থানা ওসি হুমায়ুন কবির মোল্ল্যা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সবাইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীর ভাটপাড়ায় বিএনপি ও জামায়াত কর্মিদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৬

মেহেরপুরে গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় বিএনপি সমর্থক জিয়ারুল চৌধুরী ও জামায়াতের ৪ কর্মি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আহত জামায়াত কর্মীরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৯ টার দিকে ভাটপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াত। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: রবিউল ইসলাম।

এসময় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, গাংনী উপজেলা জামায়াতের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সচিব শফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুববিভাগের সভাপতি আবু সায়েম ও পৌর জামায়াতের আইন সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, রবিবার সকালে বিএনপি কর্মী জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলা চালায়। এতে জামায়াতের চার স্থানীয় কর্মী আহত হন। আহতরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল ৯ টার দিকে জামায়াতের ইউনিট বায়তুল মাল বিষয়ক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের মুদি দোকানে কয়েকজন মহিলা জামায়াত কর্মী ইয়ানতের টাকা দেয়ার জন্য যায়। এসময় জান্নাত কেনা বেচা নিয়ে কথা হয়। পরে স্থানীয় বিএনপি কর্মি জামাল হোসেনের সাথে সোহরাব হোসেন ও শিশিরের কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি হলে স্থানীয়রা বিষয়টি মিমাংসা করে।

পরে বিষয়টি নিয়ে আবার ভাটপাড়া বাজারে রবিউল ইসলামের ওষুধের দোকানে বাকবিতণ্ডা শুরু হলে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপি ও জামায়াতের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

# [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: bdnews 24.com

---

# [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রকিবুল আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে আসা বালি বোঝাই একটি ড্রাম ট্রাক আমদহের দিকে যাচ্ছিল। আশরাফপুর ইটভাটা নিকট পৌছালে অসাবধানবশত ড্রাম ট্রাকের সাথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেল আরোহী লিজন মারা যান এবং চালক রকিবুল গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে এবং বালি বোঝাই ড্রাম ট্রাকটি জব্দ করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় কারণ অনুসন্ধান চল

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০, বাড়ি-ঘর ভাংচুর

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সেসময় ভাংচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওই গ্রামের শাহাবুল মোল্লা ও হায়দার মন্ডলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। সম্প্রতি দু-গ্রুপের মধ্যে বেশ কয়েকবার মারামারির ঘটনাও ঘটে।

এরই জের ধরে আজ বৃহস্পতিবার উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

‎ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দর্শনা কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু-পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু- পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ১২। এতে আহত হয় শ্রমিক আব্দুল মোতালেব (৫০), রবিউল ইসলাম (৪৮), সালাউদ্দীন (৩৫), উজ্জল(৪০), সাইফুল ইসলাম মকুল(৫০)।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট (৫৫), হিরোক (৪৮), রাসেল উদ্দীন টগর (৫০) সহ কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্সের নেতৃত্বে পূর্বের কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে নির্বাচন বন্ধের বিষয়ে কেরুর সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানকে দায়ী করে স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান সাবেক সভাপতি সবুজকে রাব্বিক হাসান তার অফিস কক্ষে ডাকেন। এ সময় সবুজ তার পরিষদের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলে তৈয়ব আলী ও মনিরুল ইসলাম পিন্সের সমাবেশ থেকে বেশ কিছু বহিরাগত উশৃংখল যুবক এমডির অফিস কক্ষে জোর পূর্বক ঢুকে পড়ে।

এ সময় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক মোতালেবের সাথে বাক বিতন্ডা শুরু

হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এরপর শুরু হয় সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও তৈয়ব ও পিন্স সংগঠনের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহীনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক পর্যায়ে সবুজ তার পরিষদের লোকজন নিয়ে অফিসে চলে যায়।

এরপরপরই তৈয়ব আলী ও পিন্স সংগঠনের শ্রমিকদের নিয়ে কেরুজ জেনারেল অফিসের সামনে বসে পড়ে অবস্থান নেয়। এবং নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। এমডির কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দেও।নির্বাচন না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

গত সোমবার রাত থেকেই কেরু ক্যাম্পাসজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া এবং নেতৃত্ব সংকটের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।

বর্তমানে কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় রক্তক্ষয়ীর সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এ ঘটনায় দর্শনা কেরুজ ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি সব কিছু সদর দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি। তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি আন্দোলনকৃত শ্রমিকদের জানাবো। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদ বলেন, আমরা সব সময় আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যা যা দরকার আমরা তাই করবো।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানলে আবার সকাল ১০ টা থেকে লাগাতার কর্মসূচী দেওয়া হবে।